যুগান্তর

৩১/১/২০০৯
13 JAN 2009
তারিখ ....
পৃষ্ঠা ...১৫... কলাম.... ১...

টাঙ্গাইলে ডোনেশন বাণিজ্য : পাঠ্য তালিকাভুক্ত হচ্ছে নিম্নমানের বই

রেফায়েতুর রহমান, *টাঙ্গাইল থেকে*

টাঙ্গাইল জেলা মাধ্যমিক শিক্ষক সমিতিসহ জেলার ১২টি উপজেলার শিক্ষক সমিতি ও একশ্রেণীর প্রধান শিক্ষকের ডোনেশন বাণিজ্য প্রতিবছরের মতো এবারও জমে উঠেছে। বিভিন্ন প্রকাশনীর কাছ থেকে মোটা অংকের ডোনেশন গ্রহণ করে দুর্নীতির মাধ্যমে নিম্নমানের স্কুল সহায়ক বই পাঠ্য করায় মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রী এবং তাদের অভিভাবকরা বিপাকে পড়েছেন। সব উপজেলায় বোর্ডের নির্দেশ উপেক্ষা করে বেসরকারি প্রকাশকদের নিম্নমানের বই পাঠ্য করা হয়েছে এবং এসব বই চড়া মূল্যে কিনতে শিক্ষার্থীদের বাধ্য করা হচ্ছে বলে অভিযোগ উঠেছে। একশ্রেণীর বই বিক্রেতা ও কতিপয় শিক্ষকের যোগসাজশে জেলার বইয়ের বাজারগুলোতে গরম হাওয়া বইতে শুরু করেছে। অনুসন্ধানে জানা গেছে, মাধ্যমিক স্কুলগুলোতে সহায়ক ইংরেজি ও বাংলা ব্যাকরণ, গল্প, উপন্যাস ইত্যাদি জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড কর্তৃক নির্বাচিত বইগুলো পাঠ্য করতে শিক্ষা বোর্ড কর্তৃপক্ষ নির্দেশ দিয়েছে। সেই নির্দেশ উপেক্ষা করে জেলার শিক্ষক সমিতিগুলো তাদের পছন্দমতো বেসরকারি প্রকাশনীর বই স্কুলগুলোতে পাঠ্য করেছে। ইতিমধ্যে স্কুল কর্তৃপক্ষ শিক্ষার্থীদের হাতে বইয়ের তালিকাও দিয়েছে। নতুন বছরের শুরুতে বোর্ডের বইয়ের পাশাপাশি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে সহায়ক বই নির্বাচন চলছে পুরোদমে। সহায়ক বই নির্বাচন করতে শিক্ষক সমিতির নেতৃবৃন্দ প্রকাশনীর সঙ্গে দেনদরবার শুরু করে মোটা অংকের ডোনেশন গ্রহণ করেছেন। বই নির্বাচন করতে প্রকাশকরা শিক্ষক সমিতিকে নানা ধরনের লোভনীয় অফার দিচ্ছেন। কে কার চেয়ে বড় টোপ দিতে পারে— এমন অশুভ প্রতিযোগিতায় লিপ্ত শিক্ষক সমিতির নেতৃবৃন্দ। খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, প্রকাশনা সংস্থার লোকজন নিজ নিজ বইয়ের নমুনা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও শিক্ষা সমিতির নেতৃবৃন্দের কাছে উপস্থাপন করে ডোনেশনের অংক নির্ধারণ করেছেন। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক শিক্ষক সমিতির এক সূত্র জানায়, জেলার মাধ্যমিক শিক্ষক সমিতি চলতি বছরের শুরুতে কয়েকটি প্রকাশনা সংস্থার কাছ থেকে মোটা অংকের টাকা গ্রহণ করে নিম্নমানের সহায়ক বই পাঠ্য করেছে বলে অভিভাবকরা অভিযোগ করেছেন। একই কায়দায় বাসাইল, সখীপুর, ঘাটাইল, কালিহাতী, মধুপুর, নাগরপুর, ভুয়াপুর, গোপালপুর, ধনবাড়ী, মির্জাপুর ও সদর উপজেলার শিক্ষক সমিতি ডোনেশন গ্রহণ করে ইতিমধ্যে শিক্ষার্থীদের হাতে তালিকা দিয়ে সেসব বই কিনতে বাধ্য করছেন। একদিকে নিম্নমানের বই, অপরদিকে উচ্চমূল্য এ নিয়ে শিক্ষার্থী ও অভিভাবকরা বিপাকে পড়েছেন। যেসব প্রকাশনা সংস্থা বেশি ডোনেশন দিয়েছে তাদের বই পাঠ্য করা হয়েছে বলে পুস্তক বিক্রেতারা জানিয়েছেন। জেলার মধুপুর উপজেলার রানী ভবানী উচ্চ বিদ্যালয়, গাংগাইর আহমদ আলী উচ্চ বিদ্যালয়, শহীদ স্মৃতি উচ্চ বিদ্যালয়, ভাইঘাট উচ্চ বিদ্যালয়, গোলাবাড়ি উচ্চ বিদ্যালয়, দেলদুয়ার উপজেলার পুটিয়াজানী মেজর জেনারেল (অব.) মাহমুদুল হাসান উচ্চ বিদ্যালয়, পাথরাইল বহুমুখী উচ্চ বিদ্যালয়, এলাসীন টিভে উচ্চ বিদ্যালয়, নাছিমুন নেছা উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়, সদর উপজেলার শিবনাথ উচ্চ বিদ্যালয়, বিবেকানন্দ উচ্চ বিদ্যালয়, জেলা সদর বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, বিন্দুবাসিনী সরকারি বালক উচ্চ বিদ্যালয়, শহীদ জাহাঙ্গীর উচ্চ বিদ্যালয় ও টাঙ্গাইল গার্লস হাইস্কুলের শিক্ষার্থীদের অভিভাবকরা জানান, এসব বিদ্যালয়ের ষষ্ঠ থেকে নবম শ্রেণীতে বোর্ডের বই থাকতেও বেসরকারি প্রকাশকদের উচ্চমূল্যের নিম্নমানের বই পাঠ্য করা হয়েছে।

শিক্ষক সমিতি তাদের পছন্দমত প্রকাশনীর বই পাঠ করছে